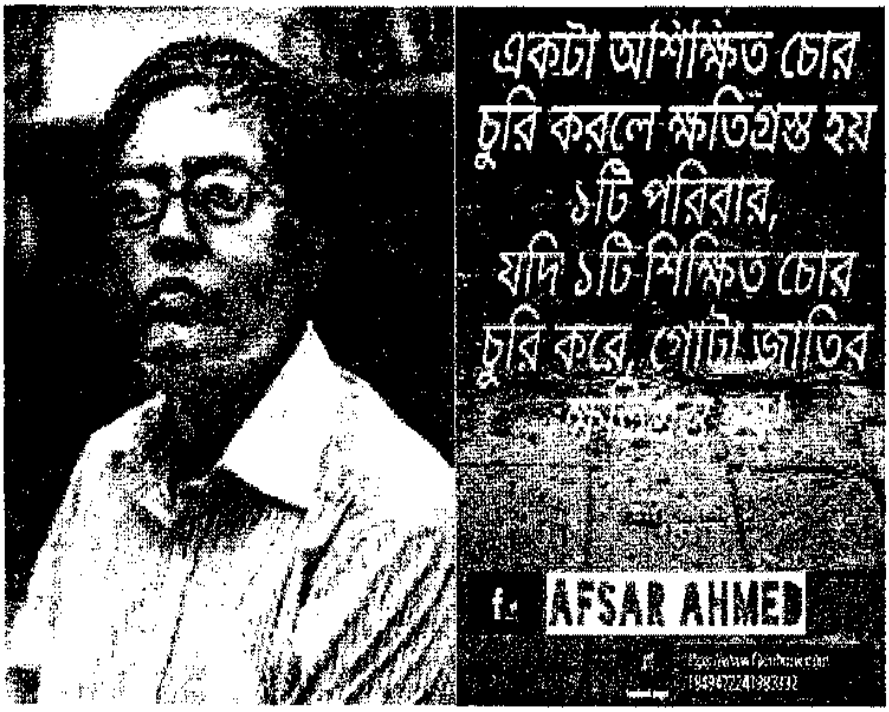

আফসার আমেদের ছোটগল্পে মুসলিম সমাজের অন্দরমহল

আবু রাইহান

কথাসাহিত্যিক আফসার আমেদ ছিলেন এক উদার মানবিক লেখক। মুসলিম সমাজের অসামান্য রূপকার মুসলিম জীবনের অন্দরের প্রত্যাশা, প্রত্যাখ্যান, স্বপ্ন, আলো ও অন্ধকার আফসার আমেদের লেখায় এক সম্পূর্ণ ভিন্ন গদ্যে ফুটে উঠেছে। আফসার আমেদের লেখনী ছিল অন্যরকম, কারণ তাঁর যাপনের মধ্যে 'নির্মাণ' ছিল না বলেই তিনি পেরেছিলেন বাংলার মুসলিম সমাজের ভাষাকে সঠিক ভাবেই ধরতে। আফসার আমেদের লেখার বৈশিষ্ট্য বাস্তব, পরাবাস্তবের ভেতর অনায়াস যাতায়াত! তাঁর লেখায় ম্যাজিক রিয়ালিজম ছিল কিনা সেসব তর্ক থেকে তিনি চিরকাল অনেকটা দূরে বাস করেছেন। আফসার আমেদ সারাজীবন অভাবকে সঙ্গে নিয়েই সাহিত্যচর্চা করে গেছেন। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা কথাসাহিত্যে আফসার আমেদ (1959-2018) এক স্বতন্ত্র কণ্ঠস্বর! সম্প্রতি প্রয়াত কথা সাহিত্যিক দেবেশ রায় আক্ষেপ করে বলেছিলেন, বাংলা-গল্প উপন্যাসের জগৎ প্রধানত বর্ণহিন্দু লেখকদের রচনায় পুষ্ট! হিন্দু সমাজের ইতিকথা বৃহদাংশে সত্য! আফসার আমেদের গল্প উপন্যাসের ভুবনে মুসলিম পল্লীর ঘের দেওয়া গড়ন, তার ভিতরকার অলিগলি, অলিগলির সঙ্গে বড় রাস্তার সংযোগের ভূগোল, ইমাম, বুজুর্গদের কর্তৃত্ব বিন্যাস এসবের আখ্যান তো গ্রহান্তরের আখ্যান এবং আফসার আমেদ সেই গ্রহান্তরের আখ্যানকার! লেখালেখির সূচনা লগ্ন থেকেই আফসার আমেদ সক্ষম হয়েছিলেন একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য নির্মাণে! গল্প বলার এই বিশেষ বৈশিষ্ট্যটি তিনি পরিকল্পিতভাবেই নির্বাচন করেছিলেন! আফসার আমেদ তাঁর সাহিত্যিক জীবনে 33 টি উপন্যাস এবং প্রায় 300 টির মতো ছোটোগল্প লিখেছেন! 1975 সালে 'মনের মানুষ' নামে তাঁর প্রথম গল্প প্রকাশিত হয়েছিল! উপন্যাস লেখার সঙ্গে সঙ্গে আফসার আমেদ ধারাবাহিকভাব ছোটগল্পও লিখে গিয়েছেন! 'আফসার আমেদের ছোটগল্প' নামে তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থটি প্রকাশিত হয় 1989 সালে। 1993 সালে প্রকাশিত হয় গল্পগ্রন্থ 'প্রেমে-অপ্রেমে একটি বছর'! 1999 সালে প্রকাশিত হয় তাঁর 'শ্রেষ্ঠ গল্প' নামের সংকলনটি! 2000 সালে প্রকাশিত হয় দুটি গল্পগ্রন্থ 'মালতীর মন' এবং 'মেলার দিনে'! 2008 সালে প্রকাশিত হয় 'আমার সময় আমার গল্প' নামক গল্পগ্রন্থটি! 2009 সালে প্রকাশিত হয় 'খুনের অন্দরমহল' নামক গল্পগ্রন্থটি এবং 2012 সালে প্রকাশিত হয় তাঁর 'সেরা 50 টি গল্প' সংকলন! আফসার আমেদের কথাসাহিত্যের একটা বড় অংশ জুড়ে রয়েছে আধুনিক মানুষের প্রেম-প্রণয়, কখনও বা বিবাহ-বহির্ভূত প্রণয়ের সংকটকে তুলে ধরেছেন তিনি সময়ের প্রেক্ষাপটে! আধুনিক মানুষের মনস্তত্ত্বের বহু কৌণিক চিন্তা-চেতনাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা প্রেম-প্রণয়কে তিনি অন্বেষণ করেছেন নিজের মত করে ! আফসার আমেদের প্রেমের গল্পগুলো স্বতন্ত্র, তার গল্পে আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে তিনি নারী পুরুষের হৃদয় সম্পর্ককে দেখাতে চেয়েছেন! আফসার আমেদ তাঁর গল্পের মাধ্যমে মুসলিম সমাজের অন্তঃপুরবাসিনীর মনোভুবনকে উদ্ভাসিত করেছেন আন্তরিক মায়া মমতা দিয়ে, যা বাংলার কথাসাহিত্যে নতুন সংযোজন!

গল্পকার আফসার আমেদের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ছোটগল্প হলো — 'এলাটিং বেলাটিং সইলো', 'সন্ধ্যার মেঘমালা', 'সমুদ্র নিলয়', 'গোনাহ', 'সঙ্গ', 'দুই নারী', 'বিরহ', 'জিন্নাত বেগমের বিবাহ মিলন', 'হাড়', 'আদিম', 'নোঙর, 'পক্ষীরাজের ডানা', 'সুখ অসুখ', 'একটি গিটার', 'ডিপ টিউবওয়েলের দাম কত ?', 'দ্বৈরথ', 'সুখের নির্মাণ', 'বাগদান', 'বাসর', 'মিলন', 'বিরহ', 'অভিমান', 'কান্না', 'ভয়', 'আর্তি', 'নিঃসঙ্গতার স্বর', 'দ্বিতীয় বিবি আসার প্রথম দিন', 'মকসুদা কিছু বলবে না', 'এই বসবাসে', 'এই দাম্পত্যে' ইত্যাদি!

মুসলিম সমাজের প্রতিনিধি হয়ে লেখক আফসার আহমেদ নিজের সমাজকে রুচিশীল মানবিক পরিবেশে দেখতে চেয়েছিলেন। বোরখা পরে শিক্ষিত হওয়া গেলেও আধুনিক উন্নততর সমাজে বা কর্মস্থলে তা উপযুক্ত নয় 'এলাটিং বেলাটিং সইলো' গল্পের লেখকের তা বলতে চেয়েছেন! গল্পের নায়িকা হাসিনার অল্প বয়সে বিয়ে হয়েছিল পেশায় ইঞ্জিনিয়ার আরিফের সঙ্গে! 15 দিনের ছুটিতে কুয়েত থেকে এসে বিয়ে হয় তাদের! তারপর শ্বশুর শাশুড়ির কাছে হাসিনাকে রেখে আরিফ চলে যায়! মাঝে মাঝে ফোন করে, এ ছাড়া কিছু না ! সদ্যবিবাহিতার

মনের কষ্টের কথা কেউ জানে না! 'মুখে পাথর সে, তার কোনো ভাষা নেই, ভাষার আশ্রয় খুঁজতে চায় না!' হাসিনা নিজেকে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে চায়, যাতে সে কুয়েতে স্বামীর কাছে যেতে পারে! তাই সে বিপিও অফিসে ট্রেনিং নিতে আসে কিন্তু বোরখা পরে! সে এই পোশাক পরেছে এটি পছন্দ করেছে বলে! এই পোষাক নিয়ে লেখক চমৎকার ব্যাখ্যা দিয়েছেন পছন্দের চেয়ে এই পোশাকের প্রতি তার বিশ্বাস তৈরি হয়েছে বলে! তার সঙ্গে একটা ধর্মবিশ্বাস জড়িত! অনেক সময় যারা বোরখা পরে তাদের পরতে বাধ্য হতে হয়, যে তা নয় তাদের নিজেদের ও পছন্দ! 'এলাটিং বেলাটিং সইলো' গল্পে লেখক ধর্মীয় পোশাকে মোড়া হাসিনার মানবিক উত্তরণের কাহিনী বর্ণনা করেছেন! কালো বোরখার আড়ালে ঢাকা 19 বছরের হাসিনাকে বিপিও কেন্দ্রে আসতে দেখে কর্মীদের মধ্যে আলোড়ন শুরু হয়। তবে প্রথম ক্লাসে গিয়ে তার ধর্মীয় আবরণে মোড়া মানবীসত্তা উপলব্ধি করতে পারে জীবনের মানে - 'হাসিনা চোখের দৃষ্টি শুধু খুলে রেখে বোরখায় বন্দি হয়ে বসে থাকে। গা কেমন শির শির করে! অদ্ভুত সম্ভ্রম জাগানো তাদের ব্যস্ত ভঙ্গি! সোহম ও সুলগ্না তাদের শেখাচ্ছে। এই নিকটপ্রাণতা একভাবে হাসিনাকে আলোড়িত করল! তার মনের মধ্যে অনুভুত হলো এদের মধ্যে বাঁচার সবকিছু রসদ যেন আছে!' কেউ তাদের বদলানোর কথা বলেনি! এক সময় পরিস্থিতির দ্বারা সে নিজেই নিজেকে বদলে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে শেখে! এইভাবে নিজেকে আবিষ্কারের মধ্য দিয়েই হাসিনার মনে রূপান্তর ঘটতে থাকে। পরিবর্তনের ছোঁয়া তাকে কেবল বাহ্যিকভাবে নয় মনের গভীরে প্রবেশ করে তার সুপ্ত স্বাধীন সত্তার বিকাশ ঘটায়! উপযুক্ত পরিবেশে তার প্রকৃত সত্যের উন্মোচন ঘটে, তার নিজের অজান্তেই ঘটে যায় মানসিক ও চারিত্রিক রূপান্তর। জীবনের রূপ-রস-গন্ধ উপলব্ধির মধ্য দিয়ে বাঁচার আনন্দ খুঁজে পায় হাসিনা!

'সঙ্গ' গল্পের কথাবস্তু অতিসাধারণ! স্ত্রী মরিয়ম ও স্বামী মতিনের দাম্পত্য সম্পর্ক 30 বছরের! মতিন স্বার্থপর অলস এবং একগুঁয়ে! সংসারের জীব মরিয়ম সংসারের জীব বললে এখানে কোন বিশেষ মর্যাদাবোধ স্বাতন্ত্র্য তৈরি হয় না! বরং বোঝায় যে কোন গৃহপালিত জীব এর মত তার অবস্থান! সে যে মানুষ, একজন স্ত্রী, তারও আছে মনোময় এক অস্তিত্ব, অনুভূতি, স্নেহ, প্রেম, রাগ মন খারাপ করা, ভালো না লাগা মানসিক বিষয় তা যেন মুহূর্তে নস্যাৎ হয়ে যায়! কিন্তু তারপরেও লেখক মরিয়ম সম্পর্কে জানান, 'চোখের পাতায় নরম ও আর্দ্র ভাব আজও সে হারিয়ে ফেলেনি! সংসারে মন ও শরীরের নানা খাতে খরচ হয়ে চলেছে প্রতিনিয়ত! তবুও স্নিগ্ধ যথেষ্ট হয়ে যায় মতিনের জন্য!' অথচ স্বামী হিসাবে মতিন বিবাহিত জীবনের ত্রিশটা বছর তাকে জ্বালিয়ে খাক করেছে! ছয় ছেলে মেয়ে ও তিন বউ জামাইয়ের ভরা সংসার পেলেও মরিয়মের নিজের কোন জগত নেই! সংসারের মধ্যে মতিন বিশৃংখলা পাকালে মরিয়ম ক্ষেপে উঠলে লোকটা ঝোলায় লুঙ্গি গামছা নিয়ে হুগলির এক গ্রামের মসজিদে ইমামতি করতে চলে যায় অভিমান বসত! স্বামী মতিন নিজে অন্যায় করছে আবার স্ত্রীর প্রতি তেজ দেখিয়ে অভিমান করছে! অন্তঃপুরবাসিনী মরিয়মের মতো নারীদের কোথাও যেন কেউ নেই! 'সংসারে থাকার অভ্যাস যে মানুষটির তার পক্ষে এব্যবস্থা বড় কষ্টকর! সংসারে জ্বালানো পোড়ানো মতিনরত স্বভাব! মতিনের জানানো পোড়ানো মেনে নিলে সব ঠিক আছে! না নিলে লোকটা মৌলবীর বেশ ধরে পালাবো!'

স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে বয়সের পার্থক্য অনেক সময় একে অপরের চাওয়া পাওয়া ও কামনা-বাসনার মধ্যে সংকট ডেকে আনে! ফলে দাম্পত্য জীবনের চরম অশান্তি নেমে আসতে পারে! এরকম বিষয় নিয়েই গল্প 'সন্ধ্যার মেঘমালা'! সোহানের প্রথমা স্ত্রী রুকসানা মারা যায় দুর্ঘটনায়!! আফসানার প্রথম স্বামীও মারা যায় ব্লাডক্যান্সারে! 22 বছর বয়সী আফসানা দ্বিতীয় বার সংসার করতে আসে 45 বছর বয়সী সোভানের সঙ্গে! বিবাহ মানে শুধু শারীরিক সম্পর্ক বা সন্তান উৎপাদন নয়! শরীরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ যে মন, সেই মনের কথা যদি স্বামী বুঝতে অক্ষম হয়, তাহলে দাম্পত্য জীবন কতো যন্ত্রণাময় হয়ে ওঠে তা লেখক দিখিয়েছেন 'সন্ধ্যার মেঘমালা' গল্পে! সন্ধ্যার মেঘমালা গল্পের মাতৃহারা নেহা পিতার দ্বিতীয় পক্ষ আফসানার প্রতিপক্ষ নয়, নতুন মাকে সই বলে নেহা! দুজনের মধ্যে দারুণ বন্ধুত্ব তৈরি হয়! সৎ মা ও সৎ মেয়ের মধ্যে সম্পর্কের রসায়ন বদলে যায়! এই বদল কেবল আফসানার সঙ্গেই নয় পিতা-কন্যার বাক্যালাপে ও পরিবর্তন লক্ষণীয়! পার্থিব ও সুখের উপকরণ আফসানার থাকলও নেই মনের খোরাক! স্বামী হিসাবে সোভান তা দিতে ব্যর্থ! কিন্তু সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আফসানা নিজের মনের চাহিদাকে গুরুত্ব দিতে শিখেছে! নির্বোধ সোভান আফসানার মনের দরজায় পৌঁছাতে ব্যর্থ! খুব সহজেই আবদার রেখেছিল মেয়ের টিউশন মাস্টার মনদীপকে নেমতন্ন করে খাওয়ানোর! কিন্তু সোভান তাকে ছাড়িয়ে দেওয়ার কথা বললে আফসানা নেহার পড়াশোনার ক্ষতির কথা ভাবে! কিন্তু যখন আফসানার চরিত্রের দিকে সোভানে খারাপ ইঙ্গিত করে তখন গর্জে ওঠে আফসানা, 'তোমার বোধ আছে যে বুঝবে ? তুমি কিছুই বোঝ না!' নারীর মনকে উপলব্ধি করার মানসিকতা সোভানের মত পুরুষদের মানসিক বোধ আজও তৈরি হয়নি! আফসানার এই হতাশাবোধ তার একার নয়, বর্তমান সমাজ পরিবেশে অনেক নারীর হৃদয়ের হাহাকার! এই যুগ যন্ত্রণা আজ গোটা বিশ্বের যন্ত্রণা!

'সমুদ্র নিলয়' গল্পে লেখক 18 বছরের আলেয়া আর পঞ্চাশোর্ধ্ব গহর আলির দাম্পত্য জীবনের এক বিচিত্র কাহিনী বর্ণনা করেছেন! গল্পে অসমবয়সী বিবাহের প্রেক্ষিত তুলে ধরে লেখক এক অষ্টাদশী যুবতী আলেয়ার প্রেম বিরহকে তুলে ধরেছেন। বিবাহের পূর্বে আলিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক ছিল গাজীর! গাজীর সঙ্গে আলেয়ার ভাব থাকলেও তাদের প্রেমের গাঢ়তা ছিল না কখনো! বরং আলেয়ার প্রতি গাজীর প্রতি এক শীতল উদাসীনতা! গাজী মেটিয়াবুরুজের কাজ করতো! মেটিয়াবুরুজে যাওয়ার পর আলিয়াকে ভুলে যেত সে! পাঁচ ছমাস মাস পরে যখন সে গ্রামে তখন মনে পড়তো আলিয়াকে! তার এই মনে পড়ার মধ্যে প্রেমের টান ছিল না! গাজী আলেয়ার এই রকম এক প্রেম অপ্রেমের পরিস্থিতিতে পঞ্চাশোর্ধ গহরের সঙ্গে বিয়ে হয়ে যায় আলেয়ার! তার প্রতি গাজী উদাসীনতার প্রতিশোধ নিতে অভিমানি আলিয়া রাজি হয়ে যায় বাবার চেয়ে বেশী বয়সী গহরকে বিয়ে করতে! বিয়ের পর আলেয়া স্বামী হিসেবে বাবার বয়সী গহরকে মেনে নিলেও পঞ্চাশোর্ধ স্বামী 18 বছরের আলেয়ার শরীরী কামনা বা উন্মাদনা মেটাতে পারেনা!!! তাছাড়া তার স্বামীর প্রথম পক্ষ আলেয়ার বড়বুবু রাতের বেলায় আলিয়াকে স্বামীর কাছে যেতে দিলেও দিনের বেলায় তাদের মেলামেশাকে পছন্দ করেনা! বাবার বয়সের থেকে বেশি বয়সী বয়সী স্বামীর সঙ্গে দিনের বেলায় মেলামেশা করতে এক অদ্ভুত জড়তা কাজ করে তার মধ্যে! এসব কারণে আলিয়ার মধ্যে এক অবদমিত আকাঙ্ক্ষা ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে, শারীরিক চাহিদার অতৃপ্তি কাজ করে তার মধ্যে! এক অপূর্ণতা তাকে অস্বস্তিতে ফেলে! আলিয়ার এই অতৃপ্ততা ব্যাপক আকার ধারণ করে যখন আলেয়ার পূর্ব প্রেমিক গাজী গ্রামে আসে এবং তার স্বামীর প্রথম পক্ষের ছেলের মেয়ে মাসুরার সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে! গাজীর সঙ্গে মাসুরার সম্পর্ক গড়ে উঠলে আলেয়ার মধ্যে প্রবল ঈর্ষা ও অধিকার বোধ জেগে ওঠে! আলেয়া বুঝতে পারে গাজীর প্রতি অভিমান বসত প্রতিশোধ নিতে গিয়ে সে নিজেই হেরে গিয়েছে! গাজীকে জয় করতে না পারার ব্যর্থতা তার হৃদয়কে রক্তাক্ত এবং বিচলিত করে! অপ্রাপ্তির যন্ত্রণা আর হেরে যাওয়ার দুঃখে- 'ঘাটে এসে কাঁদতে বসে আলেয়া! সমুদ্রের

জলের মতো চোখের জল তার ঠোঁটে পড়ে, লবণাক্ত স্বাদ পায়! সমুদ্রের নোনতা স্বাদ শুধু নয়, সমুদ্রের মতো বিশাল আকাঙ্ক্ষা বোধ করে আলেয়া! ধীরে ধীরে কেঁপে উঠছে তার শরীর! ঠোঁট নড়ে, বুকে ভার লাগে! থেকে থেকে ধাকাচ্ছে বুক! নরম জ্যোৎস্না! চারদিক হিমেল হাওয়া, জোনাকী, কুয়াশা দূরে সমুদ্রের নিলয়! সেদিকে তাকিয়ে থাকে সে! এভাবে আলেয়ার আবেগ, আকাঙ্ক্ষা, অনুরাগ, বিরহ, প্রেম, প্রেমহীনতার এক জটিল মনস্তাত্ত্বিক সংঘাতের চিত্র তুলে ধরেছেন লেখক!

'দুই নারী' গল্পের প্রথম জনের নাম নাসিরা! তার 14 বছরের বিবাহিত জীবন, এখন বয়স 32-33! তার স্বামী মৌলানা, যার বয়স বর্তমানে 50! নাসিরা - 'বেশ জাঁকালো ও সুন্দর শরীর স্বাস্থ্য! চমৎকার পরিণত ও গম্ভীর!' মৌলানার প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পর দ্বিতীয় স্ত্রী হিসেবে সংসারে আসে নাসিরা! প্রথম পক্ষের দুই সন্তানকে বিয়ের পর থেকেই ভালো করার দায়িত্ব তার কাঁধে পড়ে! নাসিরা প্রথম পক্ষের স্ত্রীর দুই সন্তান ইরফান ও ইমরানকে নিজের সন্তানই মনে করে! সংসারে সে মেয়ে মানুষ হয়েই কাল কাটিয়ে দেয়! 'নিজে সজাগতার মৃদুতার ভেতর ভাবনা নাড়াচাড়া করেছে, কিন্তু তার বুদ্ধি ও ফুর্তি নিজেই গড়েনি! গড়বে কি করে একেবারে সে মেয়ে মানুষ হয়েই এ সংসারে কাল কাটিয়ে আসছে!' মৌলানার জুতোর ব্যবসা! জুতোর ব্যবসায় সাহায্য করত তার দুই ছেলে! যখন তখন নাসিরার বাড়ির বাইরে যাওয়ার কোন অধিকার নেই, কারণ জুতোর ব্যবসায় সাহায্য করে তার দুই ছেলে! যখন তখন নাসিরার বাড়ির বাইরে যাওয়ার কোন অধিকার নেই, কারণ মৌলানা স্বামীর নিষেধ আছে! মৌলানা স্বামী তীক্ষ্ণ নজর রাখে বিবির উপর! যদি কখনো খুব প্রয়োজনে নাসিরা বাড়ির বাইরে বেরোয় তাহলে বোরখা পরে বার হতে হয়! এই গল্পে আরেক নারী হলো মৌলানার দূরসম্পর্কের চাচি! চাচি বয়স্ক ও বিধবা! তিন কুলে তার কেউ নেই! তাই এই চাচি এই পরিবারের একজন সদস্য হয়ে রয়েছেন! এই চাচি ও নাসিরা সর্বক্ষণের সঙ্গী তিন কুলে তার কেউ নেই! তাই এই চাচি এই পরিবারের একজন সদস্য হয়ে রয়েছেন! এই চাচি ও নাসিরা সর্বক্ষণের সঙ্গী এবং দুজনের মধ্যে .নানান সুখ-দুঃখের কথা হয় সারাক্ষণ! দুজনের মধ্যে বয়সের তফাৎ যথেষ্ট হলেও দুজনেই এক্ষেত্রে নারী! দুই অসম বয়সী নারী সংসারের অন্দরমহলে একে অপরকে সান্ত্বনা দিয়ে বেঁচে রয়েছেন! বোরখা যে সব নারী স্বাভাবিকভাবে পরে না তার প্রতি তির্যক ইঙ্গিত রয়েছে গল্পে! মৌলানার দুঃসম্পর্কের চাচি হতাশার সুরে বলে— 'ভাইপো মৌলানা বলে আমাকেও বোরখা পড়তে হয়!' মৌলানা স্বামী যতই যুবতী বিবির প্রতি তীক্ষ্ণ নজর রাখুক না কেন, মৌলানা স্বামীর নির্দেশে বোরখা পরতে হলেও, বাইরে বেরোতে মৌলানার নিষেধ থাকা সত্ত্বেও, নাসিরা কিন্তু তার মৌলানা স্বামীকে লুকিয়ে বাড়ির বাইরে পা রাখে! সেদিন তরমুজ কেনার জন্য মৌলানার চোখে ধুলো দেয় নাসিরা! ফিরে এসে চাচিকে যখন বর্ণনা দেয় তখন যুদ্ধ জয়ের আনন্দে তার চোখ দুটো জ্বলজ্বল করতে থাকে! সময়ের সঙ্গে অনেক কিছু বদলে গেলেও পুরুষতান্ত্রিক সমাজে সংসারের অন্দরমহলে নারীর অবস্থান অত সহজে বদল হয় না! লেখক 'দুই নারী' গল্পে তা তুলে ধরেছেন বিশ্বাসযোগ্যভাবে! নারীকে ভোগ্যপণ্য রূপে ব্যবহার করা যেন পুরুষের একচেটিয়া অধিকার! তাতে যেন কোন পাপ বা গোনাহ নেই! সমাজে নানা ঘটনায় নারীকে অসম্মানিত হতে হয় ধর্ষিত হতে হয়! নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সহবাস করতে হয়! দুর্বল নিম্নবিত্ত সহায় সম্বলহীন নরীদের উপর এই অত্যাচার এতকলা পর ও একটুও কমেনি! 'গোনাহ' নামক গল্পে লেখক দেখিয়েছেন কিভাবে অসহায় দরিদ্র মহিলারা কামকাতর পরস্ত্রী লোলুপ পুরুষদের হাতে যৌন নিগ্রহের শিকার হন নীরবে! জয়নুদ্দিন কাজীর বাড়ীতে মিলাদ মাহফিল বসবে! কলকাতা থেকে মাওলানা এসেছেন! চলছে জোর কদমে প্রস্তুতি! জয়নুদ্দিনের স্ত্রী ও পুত্র মালেক এবং তাদের পরিচারিকা ফরিদা এই ঝামেলা সামলাতে সারাদিন ধরে খুবই কর্মব্যস্ত! বাড়ির পরিচারিকা ফরিদা রান্নাবান্না থেকে বাড়ির সব কাজ সামলায়! তার অসহায়তার সুযোগ অনেক পুরুষই নিতে চায়! জয়নুদ্দিনের ছেলে মালেক যে কিনা তার মায়ের কাছে শান্ত ছেলে! মিলাদ মাহফিলের দিন আসরের বাইরে অন্ধকার পেঁপে গাছের তলায় বাড়ির কাজের মেয়ে ফরিদাকে টেনে নিয়ে গিয়ে যৌন ক্ষুধা মেটায়! এদিকে মিলাদ মাহফিলে মাওলানা সাহেব মানুষকে ইসলামের নির্দেশ মেনে নামাজ, রোজা, হজ্ব, জাকাত পালন করার কথা বলেন! অথচ নারীর প্রতি তার লোলুপতাও কম নয়! লেখক চমৎকার বর্ণনার মাধ্যমে ছদ্মবেশী বকধার্মিকদের মুখোশ খুলে দিয়েছেন এই গল্পে! একজন অসহায় নারী তার দৈহিক শ্রম দিয়ে একটি পরিবারের সারাদিন ধরে সমস্ত কাজ করে দেয় শুধু দুমুঠো পেটের অন্নের বিনিময়ে! কিন্তু কাম লোলুপ পুরুষরা তার অসহায়তার সুযোগ নিয়ে ওত পেতে থাকে তাকে ভোগ করার লক্ষ্যে!

'বিরহ' গল্পে সইফু নামের এক হতদরিদ্র মানুষের অভিনব জীবন কাহিনী বর্ণিত হয়েছে! সইফু এলাকায় এলাকায় গিয়ে ঝালাইয়ের কাজ করে! ঝালাইয়ের কাজ করতে আমতা থেকে সুদূর বীরভূমে চলে যায়! এরপর সেখান থেকে রামপুরহাট! রামপুরহাটে গিয়ে পাথরের লরিতে কাজ করে পয়সা কামাতে থাকে এবং সে পয়সাথ সাট্টা খেলা শুরু করে সইফু! এভাবে সেখানে প্রায় 5 বছর থাকতে থাকতে স্ত্রী বদরনকে ভুলে যায় সইফু! গ্রামে গুজব রটে যায় বাংলাদেশী গিয়ে মারা গেছে সে! আর তাই তার স্ত্রীকে আবার বিয়ের ব্যবস্থা করে তার শ্বশুরের! সইফু গ্রামে এসে জানতে পারে তার স্ত্রীকে আবার বিয়ে দেওয়া হয়েছে বিপত্নীক হানিফের সঙ্গে! সইফু বদরনকে বউ হিসেবে রেখে গিয়েছিল! তারপর বদরনকে অন্যের বউ হয়ে যায় কি উপায় ? আসলে বদরন নাম্যত এখনো তার বউ! কিন্তুর বদরন ঘরে নেই। তার অপেক্ষায় নেই! সইফুর কাছ থেকে সে মন ফিরিয়ে নিয়েছে! ধাঁধার মধ্যে পড়ে যায় সইফু! আজব চরিত্রের মানুষ এই সইফু! সে ভাবে তার নিজের বউ বদরন যদি অন্য কারোর বউ হয়ে যায় তবে তো তার কিছু করার নেই! অসহায় হয়ে সে ঠিক করে নেয়, 'পাঁচ বছর যখন বদরনকে ছেড়েছিল, সারা জীবনই বদরনকে ছেড়ে থাকবে! পাঁচ বছর পর নিজের বাড়িতে ফিরে এসে লক্ষ করে নিজের জন্মভূমিত আমূল পরিবর্তন ঘটে গেছে! জন্মভূমিত বদলে যাওয়ার সঙ্গে আপনভোলা এই মানুষটি তুলনা করে স্ত্রী বদরনের পরিচয় বদলে যাওয়াকে! 'বদরন তার আর বউ নয়! সইফুর হঠাৎই মনে হয়! এই প্রেক্ষিতে স্বাভাবিকভাবে কেউ কারো বউ হয়েই থালে! বদরনও কারো বউ! পাঁচ বছর বদরনকে ছেড়ে থেকে পাঁচ বছর পরে ফিরে এসে একইভাবে বদরনেক দেখবে তা হয় না! বদরনের অবস্থান বদলে যেতে বাধ্য! যেরকম আমতা শহর বদলে গেছে! এই বদল এর মধ্যেই নিজেকে সঁপে দিচ্ছিল সইফু! মেনে নিচ্ছিল বদরনের অপ্রাপ্তিকে! এটা একটা অভাব বোধ ছাড়া কিছু নয়! লেখক এখানে উদাসীন সইফুর পরিবার ও সংসারের প্রতি দায়িত্ব জ্ঞানহীনতা এবং ফলস্বরূপ তার সংসর ভেঙে যাওয়াকে একটা ট্রাজিক পরিণতি হিসাবে দেখাতে চেয়েছেন।

'একটা গিটার' গল্পে আধুনিক শিক্ষার সঙ্গে ধর্মীয় চেতনা ও চর্চার দ্বারা প্রগতিশী এক মুসলিম পরিবারের অন্দরমহলের কথা ফুটে উঠেছে। পরিবারের উচ্চ শিক্ষিত মেয়ে নেহা পরিবারকে উপেক্ষা করে ভিন্ন ধর্মাবলম্বী এক যুববকে বিয়ে করে! তারই সিদ্ধান্তকে সমর্থন করেছিল তার ভাই আবিদ! 'প্রেমে আবার

হিন্দু-মুসলমান কি ?' দিদির স্বাধীন সিদ্ধানদতের পাশাপাশি পরিবারের আবেগও তার কাছে সমান মূল্যবান! তাই পরিবারের শোকার্ত মানুষগুলির জীবনে ছন্দ ফিরিয়ে আনতে আশ্রয় নেয় প্রিয় স্প্যানিশ গিটারের কাছে! 'তার সুরের মূর্ছনায় সকলেই ফিরে পায় জীবনের ছন্দ-গীটার হাতে কৃষ্ণচূড়া-ফুল ছোঁয় আবিদ! আর বাজায় একটা সুর! দাদীর চোখে আনন্দ ফুটে ওঠে!'

'ডিপ টিউবওয়েলের দাম কত ?' তাঁর একটি উল্লেখযোগ্য গল্প! গল্পটির কেন্দ্রীয় চরিত্রের নাম শাকু! শাকু আড়াই বিঘে জমির ভাগচাষি। রটনা হয়েছে একটি ডিপ টিউবওয়েল বসবে, ঠিক কোথায় বসবে শাকু এখনও জানে না। জমিতে ডিপ টিউবওয়েল বসলে শাকুর জমি হারানোর ভয় আছে। এই শাকুর একটি দিন-রাত নিয়ে গল্প। এটা শাকু বা শাকুদের মতো জীবন-নির্বাহের আপাত নির্মোহ ধারাবিবরণীর মধ্য দিয়ে একটি পরিবারের একদিন প্রতিদিনের ভার, ভালোলাগা-ভালোবাসা, ভয়-ভীতির চিত্রভাষ্য তৈরো হয়েছে। গরুর এঁটুলি বাছবার মধ্যে, হাঁসকে ঘরে ডাকবার মধ্যে যে বাৎসল্য রস সেটা নিজ সন্তানকে ফেনা ভাত খাওয়ানোর চেয়ে আলাদা — এগুলো দেখতে গেলে পাঠকের মনে একটা আতস কাচের প্রয়োজন হয়, এবং সেটা দেখতে পেলে একটা প্রশান্তি হয়। লেখক আফসার আমেদের লেখার একটা অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল আণুবীক্ষণিক পর্যবেক্ষণ বা মাইক্রো অবজার্ভেশন। এই সূক্ষ্মতাই একটা রস সৃষ্টি করে। গল্পটিতে ডিপ টিউবওয়েল এলে উচ্ছেদ হওয়ার সম্ভাবনাজনিত ভয়ের ব্যাপারটা নিয়ে বেশি কথা বলা হয়নি। শাকু কীভাবে কলসি করে জল সেচন করে চলেছে পালং, বেগুনের শরীরে, সেটাই বেশি করে বলা আছে। ডিপ টিউবওয়েল এলে জল সেচনের পদ্ধতিটাই পালটে যাবে। ডিপ টিউবওয়েল-পূর্ব সেচনে গাছপালার সঙ্গে বেশি একাত্ম থাকা সম্ভব। কলসি বা ঝারি নিয়ে একটা একটা করে গাছে জল দেওয়া হয়। ডিপ টিউবওয়েল এলে ছোট ছোট নালার মধ্যে দিয়ে মাঠের চারিদিকে জল ছড়িয়ে পড়ে। ফলে একজন চাষির সঙ্গে তরুলতা ফুল ফল তথা প্রকৃতির সম্পর্ক পরিবর্তন হয়ে যায়। একটা দূরত্ব তৈরি হয়। টেকনোলজির সঙ্গে সমাজ সম্পর্ক পরিবর্তনের ব্যাপারটা অনেক সূক্ষ্ম ব্যাপার। টেকনোলজিকে প্রশ্ন করা হয় — তুমি কতটা দামী ? মানবিক সম্পর্কের চেয়ে তোমার দাম বেশি ? এই প্রশ্ন এক সহজ চাষির সরল প্রশ্ন। প্রশ্নটা সহজ, কিন্তু উত্তরটা সহজ নয়।

মানুষের অন্তরাত্মাকেই অনুসন্ধান করা সাহিত্যিকের মূল কর্তব্য! কথা সাহিত্যিক আফসার আমেদ সত্য মানুষ আবিষ্কার করেছেন! কখনো বাস্তবতার মাটিতে পা রেখে, কখনো বা স্বপ্নের আকাশে চড়ে! আফসার আমেদের অধিকাংশ রচনারই প্রেক্ষিত বাংলার মুসলমান সমাজ! সেটা তাঁর একান্ত আপন জগৎ, ঘনিষ্ঠ পারিবারিক বৃত্ত! লেখক আফসার আমেদের জবানবন্দি, 'জন্মগতভাবে আমি মুসলমান! আমি মুসলমান সমাজেই বড় হয়েছি! অনিবার্যভাবে আমার লেখার বিষয় হয়ে উঠেছে মুসলমান জীবন! মুসলমান সমাজ আমার লেখায় এসেছে মানবিক অনুসন্ধানের দিক থেকে!' তাঁর লেখার চরিত্র মুসলিম হলেও অখন্ড সমাজ সত্তায় তাঁরা একজন মানুষ হিসেবেই বিচার্য! মহানগরীর কুলীন সাহিত্য সমাজে ঘুরে বেড়ালেও তাঁর গায়ে লেগেছিল এক চিরকালীন মাটির জায়মান গন্ধ। সেই মাটির কাছেই তিনি চিরকাল স্বচ্ছন্দ ছিলেন। আফসার আমেদের নির্লোভ নিঃস্পৃহ সাহিত্যচর্চা তাঁকে বিশিষ্ট কথাশিল্পীর মর্যাদা দান করেছে!